মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন

সংখ্যা ▸ ১১২ | বর্ষ ▸ ১৩ | আগস্ট-অক্টোবর ▸ ২০১৮ | বিশেষ সংখ্যা

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যৌথ সেমিনার
পৃষ্ঠা: ০১

মাদকের আগ্রাসন রোধে কর্মশালা
পৃষ্ঠা: ০২-০৫

নতুন মাদক "খাত"
পৃষ্ঠা: ১৩-১৬

রাজধানীতে ৭ মাদক চোরাকারবারি গ্রেফতার
পৃষ্ঠা: ০৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১০০ কেজি গাঁজাসহ ২ চোরাকারবারি আটক
পৃষ্ঠা: ০৭

২৭তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং
পৃষ্ঠা: ০৬

দিনাজপুরে মাদকবিরোধী সমাবেশ
পৃষ্ঠা: ১২

www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১ , ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০
ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.bd

বাংলাদেশ ও কোরিয়ার যৌথ আয়োজনে মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপি

মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যৌথ সেমিনার

বাংলাদেশ ও কোরিয়ার যৌথ আয়োজনে মাদক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। গত ৮ অক্টোবর ২০১৮ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন- 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে কাউকে হয়রানির কোনো সুযোগ নেই। কাউকে অহেতুক হয়রানি করা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, আমরা বাংলাদেশে মাদক তৈরি করি না। কিন্তু আমরা অ্যাফেক্টেড হচ্ছি। মাদক সমস্যার ভয়াবহতা বিবেচনায় এনে বহু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জনবল বাড়িয়েছি। আরো জনবল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যা যা করা দরকার, তাই করছি।

কোরিয়া আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ। তাদের কোয়িকা মাদকের আগ্রাসন থেকে রেহাই পেতে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আমাদের অনেক সহযোগিতা করছে। কোয়িকার অর্থায়নে মাদকবিরোধী টিভিসি তৈরি হয়েছে, যা টেলিভিশনে প্রচার করা হবে। এ প্রজেক্টে শুরু থেকে কোয়িকা'র নানা ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেক। আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে। ২৬৫টি বেসরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্র করে অধিদপ্তরের আওতায় আনা হয়েছে। দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ সরকারের একটি বড় সাফল্য। আমরা সবাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাদককে পুরোপুরি নির্মূল করব।"

সেমিনারের সভাপতি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, "বাংলাদেশ ও কোরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। যৌথভাবে বাংলাদেশ-কোরিয়া এ প্রকল্পে বাস্তবায়নে কাজ করছে। ৩৭ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে ৩০ কোটি টাকা দিচ্ছে কোরিয়ার সরকার। যেসব মেশিন দেওয়ার কথা ছিল, তার অধিকাংশই আমরা হাতে পেয়েছি। মাদক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে এটি যুগান্তকারী কাজ হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের সকল অফিসকে নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসব এবং আমরা অনলাইনে সেবা দিতে পারব। মামলা ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সফটওয়্যার ডেভেলপ করে আমাদের প্রসিকিউশনকে আরো শক্তিশালী করতে পারব।'

এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আরও এগিয়ে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

মাদকের আগ্রাসন রোধে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়সহ ৩৭ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে কর্মশালা

মাদকের আগ্রাসন রোধে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো। এ লক্ষ্যে গত ২৯ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ব্যাপকভিত্তিক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজিত মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নবিষয়ক এই কর্মশালায় ১৬টি মন্ত্রণালয়, ২১টি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁদের বিশদ কর্মতৎপরতা ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদে ২২ ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে দিনব্যাপী কর্মশালায় মাদক প্রতিরোধে চারটি প্রধান কাজের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। সীমান্ত পথে মাদকের প্রবেশ রোধ, ব্যাপক প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, মাদকাসক্তদের তালিকা করা এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন - এ চারটি আলাদা কাজের পরিকল্পনা নিয়ে চারটি দলে ভাগ করে আলোচনা হয়। এতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩৭ জন প্রতিনিধি তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, সুপারিশগুলো চূড়ান্ত করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে।

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এই অ্যাকশনপ্ল্যান প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এগুলো বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। অল্পসংখ্যক জনবল নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর খুব ভালো কাজ করছে। তাদের জন্য আরো ৬ হাজার ৭০০ জনবলের চাহিদা জানানো হয়েছে। আশা করছি, শিগগিরই তাদের জনবল সাড়ে ৮ হাজারে দাঁড়াবে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। মাদকের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ মেসেজ হচ্ছে, দেশ থেকে মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।

মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

উপদেষ্টা : মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : মু: নুরুজ্জমান শরীফ এনডিসি
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : দীপজয় খীসা
সহকারী পরিচালক (গ:ও প্র:)

সংখ্যা : ১১২
বর্ষ : ১৩
আগস্ট-অক্টোবর : ২০১৮

আমরা অভিযান চালিয়ে যাব। পাশাপাশি দেশে মাদকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে আমরা কাজ করছি।' তিনি বলেন, 'আমরা নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করছি। এখানে মাদকের অর্থলগ্নিকারী, শিশা বিক্রিসহ নানা অপরাধ যুক্ত হচ্ছে। আশা করছি, তা অনুমোদনের জন্য দুই সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিসভায় উঠবে।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী আরও বলেন, 'সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ডোপ টেস্টের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময়ও ডোপ টেস্টের বিষয়ে ভাবা হচ্ছে।'

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, 'অধিদপ্তরের মোট ৫১টি গাড়ি রয়েছে। টেকনাফের মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় আমাদের টহল দেওয়ার মতো কোনো গাড়ি নেই। ১০ জন আনসার সদস্যকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আগে এই অধিদপ্তরকে কেউ চিনত না। এখন আমাদের কাজের জন্য অনেকেই এই অধিদপ্তরকে চেনে।'

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান (কর্মপরিকল্পনা) বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করায় কক্সবাজারের টেকনাফ ও আশপাশের এলাকা দিয়ে ইয়াবার চোরাচালান কমেছে। কারবারিরা এখন সাগর হয়ে নতুন রুট ও সিলেটের সীমান্ত এলাকা ব্যবহার শুরু করেছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী ও র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরেন। কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক বলেন, 'অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে কক্সবাজারে একটি এলাকা দিয়ে ইয়াবা পাচার হচ্ছে। বাস্তবে নজরদারি বাড়ানোর পর কারবারিরাও কৌশল পাল্টেছে। এখন বিকল্প সমুদ্রপথসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে ইয়াবা পাচার হচ্ছে।'

র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, 'ইয়াবার আগ্রাসন রোধে কক্সবাজারে

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান (কর্মপরিকল্পনা) বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

আমাদের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে এখন সিলেটের সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা আসছে। তবে সেখানেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'দেশের নিম্ন আদালতে বর্তমানে ৩০ লাখ মামলা পেন্ডিং আছে। অনেক আসামি ধরা হলেও মামলাজট ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে সাক্ষী না পাওয়ায় তারা পার পেয়ে যায়। আমি দেশের ৬৪ জেলায় শুধু মাদকসংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য পৃথক আদালতের সুপারিশ করছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে প্রতি জেলায় একটি করে তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ আদালত করা যেতে পারে।' দেশের ৩৬ হাজার বন্দি ধারণক্ষমতার কারাগারে ৯০ হাজার বন্দি আছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই বন্দিদের ৪৪ শতাংশই মাদক মামলায় সংশ্লিষ্ট। এসব বন্দির জন্য বঙ্গোপসাগরের কোনো দ্বীপ বা বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গায় বিশেষ কারাগার হতে পারে। কক্সবাজারে মাদকের গডফাদার, গডমাদার ও স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বেনজীর আহমেদ বলেন, 'কক্সবাজারের কোনো সাংবাদিকের গত ১০ বছরে মাদকের বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট দেখিনি। অনেকে বলেন যে, ভয়ে তাঁরা রিপোর্ট করতে পারেন না। আমি বলব, এখন রিপোর্ট করুন, আমরা গডফাদার ও গডমাদারদের হাত ভেঙে দেব।'

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, মাদকের মামলায় দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে জেলায় বিশেষ আদালত গঠন করা যেতে পারে। এ জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। চাকরিতে ডোপ টেস্টের পাশাপাশি সন্দেহভাজনদেরও ডোপ টেস্ট নেওয়া হলে মাদকাসক্তির প্রবণতা কমে আসবে। অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ওপর মতামত দেন বক্তারা।

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন র‍্যাব মহাপরিচালক জনাব বেনজীর আহমেদ

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক জনাব রিয়ার অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসনরোধ শীর্ষক কর্মশালা

২৯ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ হল– সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আইন ও বিচার বিভাগ। এছাড়া সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ উল্লেখযোগ্য বেসরকারি সংস্থাও রয়েছে।

কর্মশালায় আগত বিশেষ অতিথি জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা কর্মশালার বিশেষ অতিথি জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের একাংশ

মাদকবিরোধী অ্যাকশনপ্ল্যান বাস্তবায়নবিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরছেন

২৭তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিং সম্পন্ন

৫ আগস্ট ২০১৮ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ ২৭তম ইকো প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন

১৪ আগস্ট ২০১৮, ২৭তম ব্যাচের ইকো প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশ মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের Universal Treatment Curriculum অনুসরণে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও রিকভারি এডিক্ট এবং সমাজসেবকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা UTC 1 : আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য শারীরবিদ্যা ও ওষুধ বিজ্ঞান এবং UTC 2 : আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য দ্রব্য ব্যবহার রোগ চিকিৎসা বিষয়ের ওপর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ২৭ তম ব্যাচের ৫ আগস্ট ২০১৮ থেকে ১৪ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার পরিচালক জনাব মো: মফিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চিফ কনসালটেন্ট ডা: সৈয়দ ইমামুল হোসেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যারা ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন তাদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

এ প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৮৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ১৩ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে ২ জন ট্রেইনি, ৬ জন মেডিক্যাল স্টাফ/প্রোগ্রামার/ভলান্টিয়ার এবং ৩ জন কাউন্সিলর, নার্স (সিটিসি) ২ জন, অফিসার মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৪ জনসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

২৭তম ব্যাচের ইকো ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: জামাল উদ্দীন আহমেদ

মাদকবিরোধী অভিযান-সংক্রান্ত সংবাদচিত্র

জব্দকৃত ১০০ কেজি গাঁজাসহ আটক দুই মাদক চোরাকারবারি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর থেকে ১০০ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক চোরাকারবারি আটক

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বিভাগীয় সহকারী পরিচালক মো: বাহাউদ্দিন-এর নেতৃত্বে বিভাগীয় পরিদর্শক মো: শরিফুল ইসলাম, সিপাই তোফায়েল আহাম্মেদ, সিপাই মনিতা সিনহা, ড্রাইভার মো: আজাদুর রহমান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৩৩) আনসার ব্যাটালিয়নের ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল, বিজয়নগর থানাধীন ইসলামপুর গ্রামস্থ মো: মনা মিয়া (৪১) ও মো: জামাল (১৮) কে গ্রেফতারপূর্বক ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক নিজে বাদী হয়ে বিজয়নগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থেকে ১৩৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৬ মাদক চোরাকারবারি আটক

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রামের একটি চৌকস টিম গত ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া মডেল থানাধীন পদুয়া ও লিচুবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৩,৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৬ মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে। আটককৃতরা হলেন (১) নূর বাহার (৫৭), স্বামী-নুরুল ইসলাম, সাং-প: সিকদারপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার (২) জাহান আরা (৫৮), স্বামী-নুরুল ইসলাম, সাং-পুকপুকু-রিয়া, থানা: চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার, (৩) রেহেনা আকতার (৩২), স্বামী-কুতুব উদ্দিন, সাং-পুকপুকুরিয়া, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার, (৪) উসমান গণি (৩৮), পিতা-নুরুল ইসলাম সাং-প: সিকদারপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার, (৫) মো: সালাউদ্দিন (২১), পিতা- মো: নাসির উদ্দিন, সাং-হাসেরদিঘী থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার ও (৬) মং তে চিং চাকমা (২০), পিতা-বুমং চাকমা, সাং-লাম্বা ঘোনা, থানা: টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার। তাদের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া মডেল থানায় পরিদর্শক জাকির হোসেন বাদী হয়ে মাদদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

ইয়াবাসহ আটক ৬ মাদক চোরাকারবারি

ইয়াবাসহ আটক
৪ মাদক চোরাকারবারি

চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয় কর্তৃক ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ ৪ মাদক চোরাকারবারি গ্রেফতার

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম "খ" সার্কেল পরিদর্শক জনাব জাকির হোসেনের নেতৃত্বে গত ১১/০৮/২০১৮ তারিখ রাঙ্গুনিয়া ও হাটহাজারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৫০০ পিস ইয়াবাসহ (১) নির্মল চাকমা (২১), পিতা-উচেইগা চাকমা সাং মাদার বনিয়া, থানা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার, (২) কানাইয়া চাকমা (৩০), পিতা-কোয়াইমঙ চাকমা, সাং-পালংখালী, থানা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার, (৩) মো: রাসেল (২২), সাং-জাদিমোড়া, থানা- টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার, (৪) নুরুল মোস্তফা (২৩), পিতা- নূর হোসেন, সাং-হ্লীলা, থানা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজারকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া মডেল ও হাটহাজারী থানার পরিদর্শক জাকির হোসেন বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

জব্দকৃত ইয়াবাসহ আটক নাজমা আকতার

অভিনব কায়দায় পাচারকালে ২০০০ পিস ইয়াবাসহ ১ মহিলা মাদক চোরাকারবারি আটক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় গোয়েন্দ কার্যালয়, চট্টগ্রামের একটি দল গত ২৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে নগরীর ব্রিজঘাটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিনব কায়দায় স্যান্ডেলের ভিতর ২০০০ পিস ইয়াবা পাচারকালে ১ মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে। আটককৃত মহিলার নাম নাজমা আকতার, পিতা-মো: হোসেন, সাং-হীলা, থানা- টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার। তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজধানীতে ৭ মাদক চোরাকারবারি গ্রেফতার

জব্দ ৪৮,৫০০ পিস ইয়াবা, ৬ কেজি গাঁজা ও লুপিজেসিক ইনজেকশন

মাদকের বিরুদ্ধে চলমান সাঁড়াশি অভিযানের অংশ হিসেবে গত ৩১ জুলাই ২০১৮ ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ দল ভাটারা থানাধীন কুড়িল বিশ্ব রোডস্থ ভাই ভাই হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে অভিযান পরিচালনা করে ৬,০০০ পিস ইয়াবাসহ ৭ মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে। আটককৃতরা হলেন- (১) রুস্তম আলী (৪০), পিতা: কবির আহমদ, স্থায়ী সাং-ফুলের ডেইল, দক্ষিণ হীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার এবং (২) মো: নবি (২০), পিতা-মৃত মীর আহমদ, স্থায়ী সাং-দক্ষিণ জানানঘোনা, টেকনাফ, কক্সবাজারকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে তারা জানায় যে, গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানাধীন শিলমুন এলাকায় তাদের দখলীয় ভাড়া বাসায় আরও বিপুল পরিমাণ ইয়াবা মজুদ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আসামিদের সঙ্গে নিয়ে শিলমুন আব্দুল গফুর খান রোডস্থ ৪২নং হোল্ডিংধারী দ্বিতীয় তলায় আসামিদের দখলীয় কক্ষে তল্লাশি করে আরও ৩০,০০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উক্ত আসামিদ্বয় মাদক সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্য বলে গোপন তথ্যে জানা যায় এবং ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ঢাকা শহরে ইয়াবা বিক্রি করার কথা তারা স্বীকার করেন। একই দল রামপুরা থানাধীন ২/১, রামপুরা, ডিআইটি রোড, লাবনী ইলেক্ট্রনিক্স-এর সামনের রাস্তায় অভিযান চালিয়ে ৫,০০০ পিস ইয়াসহ মো: ইউনুচ (৩৮), পিতা-মৃত নূর আহম্মেদ, স্থায়ী সাং-মগপাড়া, টেকনাফ, কক্সবাজারকে গ্রেফতার করে এবং অপর একটি দল রাজধানীর ২৩, পার গেন্ডারিয়ায় অভিযান চালিয়ে ৬ কেজি গাঁজাসহ মো: হাসান (২৬) কে গ্রেফতার করে। এছাড়াও গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ ডিএনসির একটি চৌকস দল মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে অভিযান চালিয়ে ৭,৫০০ পিস ইয়াবাসহ আসামি মো: রানা (২২) কে গ্রেফতার করে এবং অপর একটি দল চকবাজার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ এম্পুল লুপিজেসিক ইনকেজশনসহ ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৫টি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

জব্দকৃত মাকদদ্রব্যসহ আটককৃতরা

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: জামাল উদ্দীন আহমেদের মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং তার দিকনির্দেশনায় মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ঢাকা মেট্রো: উপঅঞ্চলের উপপরিচালক মুকুল জ্যোতি চাকমা এবং সহকারী পরিচালক (উত্তর) মোহাম্মদ খোরশিদ আলম এবং সহকারী পরিচালক (দক্ষিণ) মোহাম্মদ সামছুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা মেট্রো এলাকায় সর্বাত্মক অভিযান চালানো হচ্ছে।

পাচারকালে জব্দকৃত ইয়াবাসহ আটক অংকিয়ফু চাকমা

পাচারকালে ৬৭০০ পিস ইয়াবাসহ আদিবাসী মাদক চোরাকারবারী আটক

চট্টগ্রামের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি দল গত ৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম নগরীর ফিসারী ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিনব কায়দায় ছাতার ডাটের ভিতর ইয়াবা পাচারকালে ৬৭০০ পিস ইয়াবাসহ অংকিয়ফু চাকমা (৪৪) কে আটক করে। তার পিতা-মংপুসা চাকমা, সাং-মনখালী, থানা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।

তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইথিওপিয়া থেকে দেশে আসা নতুন মাদক "খাত" বিমানবন্দরে জব্দ আটক ১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো: নজরুল ইসলাম সিকদার ও ঢাকা বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় শাখার সহকারী পরিচালক জনাব মো: মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে গঠিত গোয়েন্দা টিম বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো "খাত" জাতীয় মাদকদ্রব্যসহ মো: নাজিম নামে একজনকে আটক করে

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার কাছে একটি ওভারসিজ গোয়েন্দা সংস্থা থেকে খবর আসে যে, ইথিওপিয়া থেকে গ্রিন টি আমদানির নামে বিভিন্ন কার্টনে "খাত" নামীয় মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। "খাত" হলো ক্যাথিনোন গ্রুপের উদ্ভিদ জাতীয় New psychoactive substance (NPS) যা মূলত চিবিয়ে অথবা চায়ের মতো খাওয়া হয় এবং ইয়াবা (মেথাএমফিটমিন) এর মতো স্টিমুন্টে ড্রাগ। উক্ত "খাত" নামীয় মাদকদ্রব্য একই প্রক্রিয়ায় গ্রিন টি লেবেল লাগিয়ে পরে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে পাচার করা হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মাদকের গোয়েন্দা দলটি গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। গোয়েন্দা দল আমদানিকারক মো: নাজিমের অফিস ও গোডাউনের ঠিকানা এবং তার বসবাসের ঠিকানা নিশ্চিত করে। তারই ধারাবাহিকতায় ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে "খাত" জাতীয় মাদকদ্রব্যের একটি বড় চালান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সর্টিং এয়ারপোর্ট অফিসের গোডাউনে পৌঁছায় মর্মে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের নিকট হতে মাদকদ্রব্যের গোয়েন্দা দলটি অবহিত হলে মাদকদ্রব্যের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) মো: নজরুল ইসলাম সিকদারের নেতৃত্বে সহকারী পরিচালক মো: মেহেদী হাসান, পরিদর্শক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপ-পরিদর্শক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম ভুঞা, সিপাই মো: লুৎফর রহমান, সিপাই মো: আবু হান্নান, সিপাই মো: আমিনুজ্জামান চৌধুরী ও ২ জন পুলিশ সোর্স এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন ৫ জন কর্মকর্তা, কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা হারুন অর রশিদসহ ৪ জন কর্মকর্তা ও সর্টিং এয়ারপোর্ট অফিসের ইন্সপেক্টর নাযাত সুলতানাসহ তিনজন স্টাফ সহযোগে একটি রেইডিং পার্টি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সর্টিং এয়ারপোর্ট অফিসের ইএমএস শাখার অফিস কক্ষে উপস্থিত হয়ে তাদের সহযোগিতায় ইথিওপিয়া থেকে গ্রিন টি এর আড়ালে ২৩টি সিনথেটিকের বড় প্যাকেটের ভিতর রক্ষিত ২৩টি বড় কার্টনের ভিতর "খাত" জাতীয় মাদকদ্রব্য (যা নেশার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের বিশেষ পাতা) প্রতি কার্টনের ভিতর ২০.৩ কেজি করে মোট ২৩x২০.৩= ৪৬৬.৯ কেজি খাত উদ্ধার করে। সেখান থেকে মাদকের গোয়েন্দা দল ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মো: ফজলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মাদকের মেট্রো ২টি দল একত্র হয়ে আমদানিকৃত খাতের মালিক মো: নাজিমকে রমনা থানাধীন ১২৪/৭/এ, কাকরাইল শান্তিনগরস্থ শান্তিনগর প্লাজার দ্বিতীয় তলার নওশি এন্টারপ্রাইজ নামীয় এক কক্ষবিশিষ্ট অফিস কাম গোডাউন থেকে রাতেই গ্রেফতার করে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় আরো ৩১টি কাগজের কার্টনের ভিতর খাত জাতীয় মাদকদ্রব্য যার মোট ওজন ৩৯৪ কেজি। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ইথিওপিয়ার একজন নাগরিকের সাথে তার দুবাইতে পরিচয় হয়। সেখান থেকে সে দেশে ফিরে আসলে ঐ নাগরিকের সাথে গ্রিন টি ঢাকায় পাঠালে তা পরে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রেরণের চুক্তি হয়। সেভাবেই সে ইতিপূর্বে দুইবার এ ধরনের খাতের চালান নিয়ে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার করেছে। এ কাজে তাকে এক চালানে ১৫০০ ডলার দেয়া হতো। উল্লেখ্য আটককৃত মাদকদ্রব্যটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ খাতের 'খ' তফসিল ২ নম্বর ক্রমিক ভুক্ত যা একই আইনের ১৯ (১) টেবিলের ১০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আটককৃত ৪৬৭+৩৯৪=৮৬১ কেজি এর আনুমানিক বাজার দর ১,২৯,১৩,৫০০ (এক কোটি উনত্রিশ লাখ তের হাজার পাঁচশত) টাকা। এ ব্যাপারে বিমানবন্দর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ১৭০০০ পিস ইয়াবাসহ ২ মাদক চোরাকারবারি আটক

কক্সবাজারে গোয়েন্দাদের হাতে আটক দুই মাদক চোরাকারবারি নাসির উদ্দিন ও হুমায়ুন কবীর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, চট্টগ্রামের একটি চৌকস দল গত ০৮ আগস্ট ২০১৮ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানাধীন চিরিংগা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৭,০০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক চোরাকারবারিকে আটক করে। আটককৃতরা হলেন হুমায়ুন কবীর (২৪), পিতা-বাদশা মিয়া, সাং-সিকদারপাড়া, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার ও নাসির উদ্দিন (২৫), পিতা-মৃত আমীর হোসেন, সাং-পশ্চিম পাড়া, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার। তাদের বিরুদ্ধে চকরিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনামূলক কার্যক্রম

৩০ আগস্ট ২০১৮ কিশোরগঞ্জ এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়

১১ সেপ্টেম্বর '১৮ নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহীতে মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মুঃ নুরুজ্জামান শরীফ, পরিচালক নিরোধ শিক্ষা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৩০ আগস্ট ২০১৮ কিশোরগঞ্জ এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহীতে ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিয়ে মাদকবিরোধী মতবিনিময় সভার একাংশ

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আজমিরীগঞ্জ এবিসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন সহকারী পরিচালক, ডিএনসি, হবিগঞ্জ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রশিদপুর চা বাগান এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় জনসাধারণের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন উপ-পরিচালক, ডিএনসি, হবিগঞ্জ

মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষা ও সচেতনামূলক কার্যক্রম

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রশিদপুর চা-বাগান এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতির কাছে বাঁধাই করা মাদকবিরোধী পোস্টার উপহার দিচ্ছেন উপ-পরিদর্শক, ডিএনসি, হবিগঞ্জ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: মঞ্জুরুল ইসলাম, উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চাঁদপুর

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দেউন্দি চা-বাগান এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় জনসাধারণের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন উপ-পরিদর্শক ডিএনসি, হবিগঞ্জ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিকেজিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, নওহাটা, পবা, রাজশাহীতে আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণার্থী সদস্যদের মাঝে মাদক-বিরোধী সচেতনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সিলেট বিকেজিসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত ছাত্রীদের একাংশ

দিনাজপুরের আমবাড়ীতে মাদকবিরোধী সমাবেশ

আমাদের সন্তানদের মাদকের ছোবল থেকে দূরে রাখতে হবে

গত ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের উদ্যোগে পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়ী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে 'মাদক অপরাধ দমন ও মাদক বিরোধী' গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এডভোকেট মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি। মঞ্চে উপবিষ্ট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও দিনাজপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদসহ অতিথিবৃন্দ

মাদকের করাল গ্রাসে ধ্বংস হচ্ছে দেশ ও জাতি, সে সাথে দেশের উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করছে। তাই 'মাদকসেবী ও মাদক বিক্রেতাদের প্রকাশ্য ফায়ারিং স্কোয়াডে মেরে ফেলা উচিত' বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এডভোকেট জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, এমপি। গত ২০ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়ী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে মাদক অপরাধ দমন ও মাদক বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মাদকবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এডভোজেট জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, এমপি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, মাদক এখন আমাদের দেশে বড় সমস্যা। মাদক যেভাবে ছেয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের সন্তানদের এই মাদকের ছোবল থেকে দূরে রাখতে হবে। একটি পরিবারে একটি ছেলে যদি নেশা করে তাহলে সে পরিবারটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। মাদকের ছোবল থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবকসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেন কোনক্রমেই মাদকের দিকে ঝুঁকে না যায় সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। মন্ত্রী সকল ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে প্রশাসনকে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করার আহ্বান জানান।

মাদকবিরোধী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জামাল উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ প্রতিদিনই পরিবর্তিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় যাওয়ার পথকে বাধাগ্রস্ত করছে এই মাদক। তাই তিনি মাদকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার তাগিদ দেন এবং শপথবাক্য পাঠ করান। এ সময় তিনি বর্তমান মন্ত্রী এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানের গৌরবময় জীবন যেন অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে তার নির্বাচনী এলাকায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

মাদকবিরোধী সমাবেশে জেলা প্রশাসক ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুরের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সায়েম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (যুগ্ম সচিব) মো: আজিজুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মো: মাসুদ হোসেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: রাহেনুল হক। অনুষ্ঠানটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের সহকারী পরিচালক মো: রাজিউর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দিনাজপুর সদরের রাজবাটী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহনাজ পারভীন শাপলা। সমাবেশে জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

গত ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের যৌথ উদ্যোগে পার্বতীপুর উপজেলার আমবাড়ী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে 'মাদক অপরাধ দমন ও মাদক বিরোধী' গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও দিনাজপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ

বৈধ। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে চীন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবৈধ হলেও ইয়েমেন ও থাইল্যান্ডে বৈধ। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে খাত অবৈধ।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে মাদক হিসাবে খাতের চাহিদা এবং আফ্রিকান দেশসমূহ থেকে সরাসরি পোস্টাল সার্ভিস বা কুরিয়ারে মালামাল পাঠানো যায় না বিধায় আন্তর্জাতিক মাদক চক্র বিভিন্ন চা উৎপাদনশীল দেশ থেকে উল্লেখিত দেশসমূহে গ্রিন টি নামে খাত প্রেরণের চেষ্টা করে আসছে। United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) এর Early Warning Advisory on new Psychoactive Substances এর তথ্যমতে, ২০০৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন বন্দরসমূহে (বাংলাদেশ ব্যতীত) মোট ২১৩টি খাতের চালান আটক করা হয়েছে। এ চালানগুলো সাধারণত স্থল, জল ও আকাশপথে পাচার করা হচ্ছিল। ২০১৪ সালে International Narcotics Control Board (INCB), NPS বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, যার নাম দেওয়া হয় Project ION incident Communication System সংক্ষেপে IONICS. এই প্রজেক্টের আওতায় ২০১৫ সালে চালু হয় অপারেশন পোস্টম্যান যার উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে পাচারকৃত মাদকদ্রব্য আটক করা। এ অপারেশনের আওতায় বিগত দুই বছরে মোট ২৪টি খাতের চালান আটক করা হয় যা মালয়েশিয়াতে ১০টি, হংকংয়ে ৩টি, সিঙ্গাপুরে ৩টি, সুইজারল্যান্ডে ৬টি, স্পেনে ১টি ও ভারতে ১টি। আটককৃত খাতের উৎস দেশ মূলত ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও সাউথ আফ্রিকা।

'খাত' গাছ

গোপনসূত্রের ভিত্তিতে গত ৩১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) জনাব মো: নজরুল ইসলাম সিকদার, ঢাকা বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় শাখার সহকারী পরিচালক জনাব মো: মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে গঠিত গোয়েন্দা টিম সহযোগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সর্টিং এয়ারপোর্ট অফিসের গোডাউন থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে 'খাত' জাতীয় মাদকদ্রব্যের একটি বড় চালান আটক করা হয়। ইথিওপিয়া থেকে বিভিন্ন দেশে ঘুরে গ্রিন টি-এর আড়ালে ২৩টি

গত ৩১ আগস্ট ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো: নজরুল ইসলাম সিকদার এর নেতৃত্বে গঠিত গোয়েন্দা দল প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে "খাত" জাতীয় মাদকদ্রব্যের একটি বড় চালান আটক করে

নতুন মাদক খাত (Khat)

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত মাদক হলো New Psychoactive Substances (NPS)। এখানে New বলতে নতুন না বুঝিয়ে, যেসব সাবস্ট্যান্স Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 Protocol এবং Convention on Psychotropic Substances, 1971-এর সিডিউলভুক্ত নয় কিন্তু মাদক হিসাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে সেসব সাবস্ট্যান্সকে বোঝানো হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে ৮০০-এর অধিক NPS-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। জাতিসংঘের মাদকবিষয়ক সংস্থা United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)NPS জাতীয় মাদকসমূহকে ৯টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো Plant based substances. এ ক্যাটাগরিতে এখন পর্যন্ত মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন নতুন ২২টি উদ্ভিদকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে আলোচিত তিনটি উদ্ভিদ হল খাত (Khat), ক্রাটম (Kratom) এবং স্যালভিয়া ডিভিনোরাম (*Salvia divinorum*)।

হর্ন অব আফ্রিকা এবং এরাবিয়ান পেনিনসুলাতে উদ্দীপক/উত্তেজক বা ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় খাত। ধারণা করা হয় যে, চৌদ্দ শতকের সময়কালে

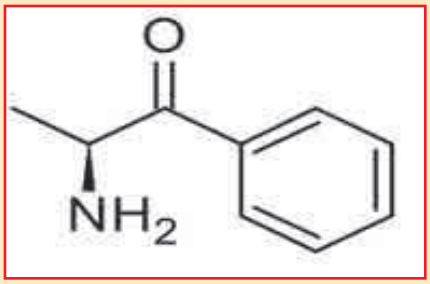

Cathinone
Formula: C9H11NO
Molar mass: 149.19 g/mol

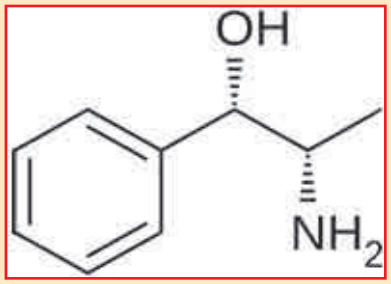

Cathine
Formula: C9H13NO
Molar mass: 151.206 g/mol

কফি চাষের পূর্বে এই খাতের চাষাবাদ শুরু হয়। আঠারো শতকে ডেনমার্কের রাজার নির্দেশে উদ্ভিদবিদ ও চিকিৎসক পিটার ফরসকাল খাতের নমুনা সংগ্রহ করেন। ফরসকাল তখন খাতের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন *Catha edulis*. খাত সাধারণত খাট, ঘাট, কাড, চাড, মুটসওয়ারি, মুটসহারি, মিডিমামাডজি, মুসিটেট, মুরানগি, মিরা, ও মিরা, টুমায়াট, লিরুটি, ইকওয়া, কাফটা, ফ্লাওয়ার অব প্যারাডাইস, অ্যাবিসিনিয়ান টি, সোমালিয়ান টি এবং অ্যারাবিয়ান টি নামে পরিচিত। সাউথ আফ্রিকাতে এটি বুশম্যান টি নামে পরিচিত। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় খাত উদ্ভিদ একটি পবিত্র বস্তুর সাথে তুলনা করা হতো এবং দেবত্ব দাবিদাররাই রহস্যময় অভিজ্ঞতা এবং সৃষ্টিকর্তার দর্শনের জন্য এই খাত পাতা খেয়ে থাকত। তবে সামাজিক উৎসবেও খাত ব্যবহৃত হলেও তারা এটি অভ্যাসে পরিণত করেনি।

খাত সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ৫০০০ থেকে ৬৫০০ ফুট উচ্চতায় পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার পাহাড়ি এলাকায় জন্মায়। পাহাড়ি খাত গাছ সাধারণত ৬০ ফুটেরও বেশি উঁচু হলেও চাষাবাদকৃত খাত গাছের উচ্চতা প্রায় ১৬ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনুর্বর এলাকায় খাত গাছের উচ্চতা হয় মাত্র ৩ ফুট। তথ্য মতে, খাতের প্রথম জন্মস্থান হলো ইথিওপিয়ার হারার শহরে যা ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা থেকে ৫২৫ কি. মি পশ্চিমে অবস্থিত। অনুসন্ধানকারী স্যার রিটার্ড বারটনের তথ্য মতে, পনের শতকে খাত ইথিওপিয়া থেকে ইয়ামেনে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়াও কেনিয়া, উগান্ডা, সোমালিয়া ও জিবুতিতে খাতের চাষাবাদ হয়। এশিয়ার পান পাতা ও দক্ষিণ আমেরিকার কেকো পাতার মতই খাত পাতার জন্মস্থানসমূহে চিবিয়ে খাওয়া হয় এবং পপি গাছের মত মাটি, আবহাওয়া ও চাষের ধরনের উপর খাতের অ্যালকালডের পরিমাণ নির্ভর করে।

খাত সেবনে উদ্দীপনা, যৌন উত্তেজনা, অত্যধিক সংবেদনশীলতা, ক্ষুধাহীনতা, অনিদ্রা ও আনন্দ চঞ্চল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া খাতের প্রভাবে সেবনকারীরা প্রচুর কথা বলে। ইয়াবা তৈরির উপাদান ডেসট্রোএ্যামফিটামিনের মতই কাজ করে খাতের অ্যালকালয়েড ক্যাথিনোন। ক্যাথিনোন মস্তিষ্কের মধ্যে অতি উচ্চমাত্রায় ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ ঘটায়। এতে মস্তিষ্ক কোষের উত্তেজনা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং মুড এবং শারীরিক ক্রিয়াও মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে নিউরোটকসিক ক্রিয়া তৈরি হয়ে মস্তিষ্ক কোষ ধ্বংস হয় যাতে ডোপামিন, সেরোটনিন এবং অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার থাকে। ক্যাথিনোন মস্তিষ্কের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালিকে ধ্বংস করে ব্রেইন স্ট্রোক ঘটাতে পারে। অ্যামফিটামিন সেবনের ৩০ মিনিট পর থেকে এর প্রভাব শুরু হলেও ক্যাথিনোন-এর প্রভাব শুরু হয় ১৫ মিনিট পর থেকে। খাতে ইয়াবার ক্ষতিকর দিক যেমন- ইউফোরিয়া বা চরম শিহরণমূলক আনন্দ, উচ্ছলতা ও প্রগলভতা, ঘুম না আসা, অরুচি ও বমিভাব, ক্ষুধা কমে যাওয়া, শরীরে গরম অনুভূতি, মুখের মধ্যে শুষ্কভাব, ঘাম, ছটফটানি, চপলতা, সতর্ক ও স্নায়ুর অসম্ভব জাগ্রত ও সংবেদনশীলতা, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধির সাথে যোগ হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, দৃষ্টিহীনতা, আলসার ও দ্রুত যৌন ক্ষমতা হ্রাস।

খাতে তিন থেকে ছয় ধরনের অ্যালকালয়েড উপস্থিতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান অ্যালকালয়েড হলো ক্যাথিনোন। তাছাড়া নরসিউডোএফিড্রিন সদৃশ ক্যাথিন ও নরইফিড্রিন মতো ক্ষতিকর অ্যালকালয়েড সমূহ বিদ্যমান। গাছে থাকা অবস্থায় পাতার ক্যাথিনোন অ্যালকালয়েড পানির উপস্থিতি ভেঙ্গে ক্যাথিন এবং নরইফিড্রিন অবস্থায় থাকে। পাতাসমূহ তুলে রেখে দিলে ১০ দিন পর ক্যাথিনোন শনাক্ত করা যায় কিন্তু হিমায়িত করলে ক্যাথিনোন পেতে সময় লাগে প্রায় ১ বছর।

১৯৮০ সালে প্রথম World Health Organization (WHO) খাতকে মাদক হিসাবে চিহ্নিত করেন। খাত আফ্রিকান দেশসমূহের মধ্যে দক্ষিণ অফ্রিকা ব্যতীত ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, জিবুতি, কেনিয়া ও উগান্ডায়

গ্রিন টি'র আড়ালে অবৈধভাবে আমদানি করা 'খাত' নামক মাদক (NPS)

আটককৃত মাদকদ্রব্যটি (খাত) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর "খ" তফসিলে ২নং ক্রমিকভুক্ত যা একই আইনের ১৯ (১) টেবিলের ১০ ধারা ভঙ্গের কারণে সংশ্লিষ্ট এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মোট ৫ হাজার ১৫৬.৩ কেজি খাত নামক মাদক (NPS) আটক করা হয়েছে।

সিনথেটিকের বড় প্যাকেটের ভিতর রক্ষিত ২৩টি বড় কার্টনের ভিতর "খাত" জাতীয় মাদকদ্রব্য (যা নেশার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের পাতা বিশেষ)- প্রতি কার্টনের ভিতর ২০.৩ (বিশ দশমিক তিন) কেজি করিয়া মোট ২৩ X ২০.৩ = ৪৬৬.৯ (চারশত ছেষট্টি দশমিক নয়) কেজি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আমদানিকৃত খাতের গ্রেফতারকৃত মালিক মোঃ নাজিমের রমনা থানাধীন শান্তিনগরস্থ শান্তিনগর প্লাজার ২য়তলার নওশিন এন্টারপ্রাইজ নামীয় এক কক্ষবিশিষ্ট অফিস কাম গোডাউন থেকে আরও ৩১টি কাগজের কার্টনের ভিতর থেকে ৩৯৪ কেজি খাতজাতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয় । অতএব উক্ত দিনে মোট ৮৬১ কেজি "খাত" উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য, উদ্ধার ঘটনার কয়েকদিন আগে হতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আটককৃত নাজিমের গ্রিন টি'র আড়ালে খাত-এর অবৈধ মাদক আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা নজরদারি করা হয়। ইথিওপিয়া থেকে প্রেরিত খাত-এর কার্টনের গায়ে বা আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্রে প্রদত্ত ঠিকানা ভুল থাকায় তাকে ও তার (মাদক পাচারকারী নাজিমের) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তথা কার্যক্রম শনাক্তকরণে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানো হয় এবং গ্রিন টি-এর আড়ালে আমদানি করা খাত নির্দিষ্ট করা হয়।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্মরত এনএসআই সদস্যগণ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে বিমানবন্দরে এসব মাদক আটক বা উদ্ধার কাজে উল্লেখ্যযোগ্য সহায়তা করেন।

এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২২টি ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় বাংলাদেশে এই খাতজাতীয় মাদক আমদানি করা হয়েছে এবং আগামীতে আরও আমদানি পর্যায়ে রয়েছে মর্মে তথ্য রয়েছে। আমদানিকারকদের অধিকাংশ ঠিকানা সঠিক নয়। তারা ভুল ঠিকানা ব্যবহার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরের বাইরে থেকে এ কাজ করে আসছিল।

খাতজাতীয় মাদক (যা নেশার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের পাতাবিশেষ)

মন্তব্য/ সুপারিশ :

১ NPS জাতীয় মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে একটি Expert NPS Control ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন। এ ধরনের মাদকের বিস্তার এখনো ব্যাপক বা উল্লেখযোগ্য নয়, তবে পার্শ্ববর্তী দেশসমুহে এটির বিস্তার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে এবং মাদক পাচারকারীরা বাংলাদেশকে পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়ে থাকে বিধায় এ ধরনের মাদক প্রতিরোধে কাজ করা জরুরি। অন্যথায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষত সরকারি পর্যায়ে মাদকবিরোধী প্রশিক্ষণ জোরাদার করা জরুরি। এতে বিদ্যমান মাদক বা নতুন আবির্ভূত মাদক সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে এবং মাঠ পর্যায়ে মাদকের বিরুদ্ধে জাতীয় এ সমস্যা নিয়ে কাজ করতে সহজ হবে।

২ দেশে এ মাদক প্রথম আটক হয় এবং দেশের প্রায় সকল পরীক্ষাগারে এটির রাসায়নিক পরীক্ষা সহজসাধ্য নয়। এজন্য খাতসহ NPS জাতীয় মাদকসমূহকে দ্রুততর সময়ে সঠিকভাবে টেস্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা ও রাসায়নিক পরীক্ষকদের উন্নত দেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। তাৎক্ষণিক টেস্ট উপযোগী কিট বক্স বা রেম্যান স্পেকটোমেট্রি যন্ত্র ক্রয় করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল বন্দর ইউনিটের কাছে সরবরাহ করা।

৩ NPS সমূহের উৎস দেশ, গন্তব্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, বৈঠক এবং বাংলাদেশে NPS প্রবেশ ও ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার বন্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেসব দেশ বা মাদকসংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

৪ শুধুমাত্র NPS Expert তৈরি করার লক্ষ্যে অন্তত একাধিক কর্মকর্তা (রসায়ন, প্রাণরসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রিধারী)কে NPS এর উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে তারা এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন।

৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহে কর্মরত সকল সংস্থাকে NPS বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। উল্লেখ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮তে NPSকে তফসিলভুক্ত মাদক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নেশা ছেড়ে কলম ধরি
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL BANGLADES
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

ইয়াবা সেবনে :

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়
- কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়

গাঁজা সেবনে :

- ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়
- মতিভ্রম হয়

জীবনকে ভালবাসুন
মাদক থেকে দূরে থাকুন

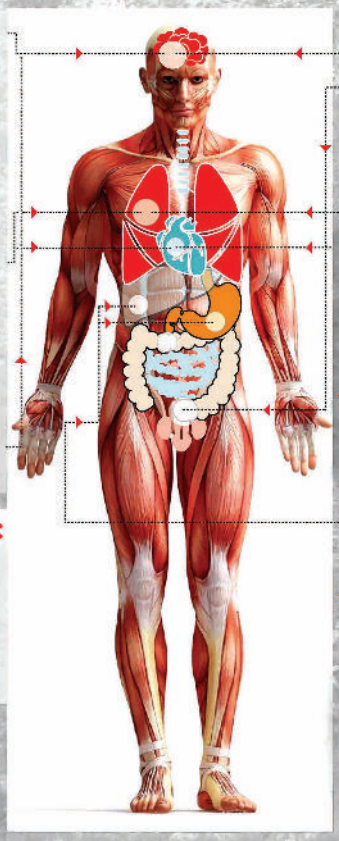

ফেন্সিডিল / হেরোইন সেবনে:

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়
- ফুসফুস ও হার্টে ক্ষতি হয়

মদ্যপানে :

- গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধুমপানে :

- মুখের ঘা ও ক্যান্সার হয়
- ফুসফুসের ক্যান্সার হয়
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়

ইনজেকশনের মাধ্যমে:

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু

সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.bd

Design & Print: Concept Communications, www.conceptdream.com